কৌরব ৫০

মাইলফলক এক শিলালিপি। প্রস্তরখচিত একটা সংখ্যা, কিছু অক্ষর। স্থায়িত্বের কথা ভেবে, চিরায়ুর কথা ভেবেই এককালে নির্মিত হতো, স্থাপিত হতো। মাইলফলক বিরত হতে বলে। বিশ্রান্ত হতে বলে। ব'সে ভাবতে বলে, হিসেব নিকেশ। কতটা পেরোলাম, কী হলো, কী হলোনা, ফেলে আসা জমি, ফেলে আসা ভুগোল ও ইতিহাসের প্রতিরক্ষা ও পর্যালোচনা। এইসব আজ ভাবতে বসা কৌরব ৫০-য়ের কারণে। অর্থাৎ কৌরব পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী বছরে। ১৯৬৯ সালেই কৌরব গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। তাদের কথা লেখা হচ্ছে পত্রপত্রিকায়। লিখেছেন স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সনাতন পাঠক)। 'মহিষ' এবং অন্য নামে শুরু হলেও কৌরব ১৯৭০ সাল থেকেই স্বনামধন্য। সংকলনরূপে মুক্তি পেয়ে স্থায়ী ধারাবাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৭১ থেকে। তাই আমরা ১৯৭১ সাল থেকেই ধরলাম। কবি, প্রাবন্ধিক, কবিতাতাত্ত্বিক, কৌরবপ্রাণ, সহযোগী ও কখনো অস্থায়ী সম্পাদক ঈশ্বর বারীন ঘোষালের কথা ভেবেই। এইরকম একটা অনলাইন সংখ্যা নিয়ে তাঁর সাথে ২০১৭র বইমেলায় যে কথোপকথন হয়, সে কথা মনে রেখে।

১৯৭১ সাল থেকে শুরু হওয়া কৌরবে লেখা থাকতো 'সুভাষ ভট্টাচার্য'য়ের নাম, যদিও সবাই জানতেন কৌরব কমল চক্রবর্তীর কাগজ। অত্যুজ্জ্বল, সোনায় বাঁধানো ৩৩টি বছর ও ১০০ সংখ্যা পার করে কৌরব পত্রিকার সম্পাদকের কুর্শি থেকে উঠে পড়েন কমল চক্রবর্তী। ২০০৪ সালের শীতে। কমল ও বারীন যৌথ সিদ্ধান্ত নেন, এই মাইলফলকে এসে কৌরব থামুক। প্রথম প্রজন্মের বয়স হচ্ছে, ক্লান্তির ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু কৌরব পত্রিকা থামেনি। দ্বিতীয় প্রজন্ম ততোদিনে গড়ে উঠেছে, তারা ছাড়া হালটা ধরে ফেলেন। কাগজ চলে আরো দেড় দশক, অতিমারীর হাঁ-মুখ পর্যন্ত। মুদ্রিত পত্রিকার সংখ্যা কমে আসতে থাকে, বছরে তিনটে থেকে দুটো থেকে একটা। ১২৫ নম্বর সংখ্যায় এসে কৌরব পত্রিকা থেমে যায়। ১৯৫০-১৯৭০ বাংলা কবিতা একটা চূড়ায় উঠেছিলো তার অভিনবত্ব, তীক্ষ্ণতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতায়। বাংলা ভাষায় সবসময়েই অনেক কবি। তার অর্থ এই নয় যে কবিতার গুণ যথার্থ। ১৯৮০র দশক থেকেই সেই সৃষ্টিশীলতা ও পরিধি কমে আসে। কমল চক্রবর্তী সেই সময়ের প্রায় সমস্ত সৃষ্টিশীল ও উজ্জ্বলতম বাংলা সাহিত্যকে কৌরবের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আর আশ্চর্যজনকভাবে তারই পাশাপাশি কৌরব গোষ্ঠীর সাহিত্যকে এতটাই স্বকীয় করে তুলেছিলেন যে বিখ্যাততমদেরও সেটা চোখে পড়তো। অঙ্কনচিত্রের জগত, নাটকের জগতের সাথেও কৌরবের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।

'কৌরব ৫০' বললে পুরনোরা কৌরব পত্রিকার ৫০ তম সংখ্যার কথা ভাববেন। সেই পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে ১৯৮৮ সালে জামশেদপুর শহরে কৌরব উৎসব হয়। কলকাতা থেকে অনেক কবি-সাহিত্যিক, এমনকি 'দেশ' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক সাগরময় ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। যামিনী রায়ের একটি পটচিত্র দিয়ে পত্রিকার মলাট হয়। বাংলার প্রায় সমস্ত প্রতিভাবান অঙ্কনচিত্রির কাজ দিয়ে সাজানো হয়েছিলো কৌরব-৫০।

অনেকে আজও পুরনো প্রশ্ন করেন – ‘কৌরব বন্ধ হলো কেন?’

উত্তর সহজ – বন্ধ তো হয়নি। পর্ব বদলেছে, প্রকাশরূপ বদলেছে, মানুষ, কাঠামো, সাল তারিখ বদলেছে মাত্র। এবং বদলাতে থাকবে। আন্তর্জালরূপে ‘কৌরব অনলাইন’ এর জন্ম হয় ১৯৯৮তে, দক্ষিণ এশিয় ভাষার (বা হয়তো গোটা এশিয়ায়, আমাদের জানা নেই) প্রথম আন্তর্জাল কবিতা পত্রিকা হিসেবে। কৌরব অনলাইন জন্মলগ্ন থেকেই বহু অর্থে কৌরব ছিল আবার ছিলো নাও। পত্রিকা ও জালিকা পাশাপাশি চলেছে। কবিতা প্রধান হলেও গদ্য, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মুক্তগদ্যে ভরে থেকেছে। আর হয়ে উঠেছে ক্রমশ আন্তর্জাতিক এক পরীক্ষানিরীক্ষামূলক বাংলা সাহিত্য সংগ্রহ। কাজেই এই ঘোষনা কোনো মৃত্যুসংবাদ নয়, কোনো নবজন্মের আয়োজনও নয়। একটা মাইলফলক। প্রস্তরলিখিত। স্মরণতূণ ও হিসেব-বিশ্লেষণ-পুনর্পাঠের প্রয়োজনীয় আধার। ভাবীর পরিকল্পকও।

কৌরব ১০০ সংখ্যায় প্রকাশিত, কমল চক্রবর্তীকে লেখা নানা লেখক-কবির নানা সময়ের কিছু চিঠিপত্র, পুরনো কিছু রিভিউ এখানে সাজিয়ে দেওয়া হলো ভাবীকালকে মাথায় রেখে।

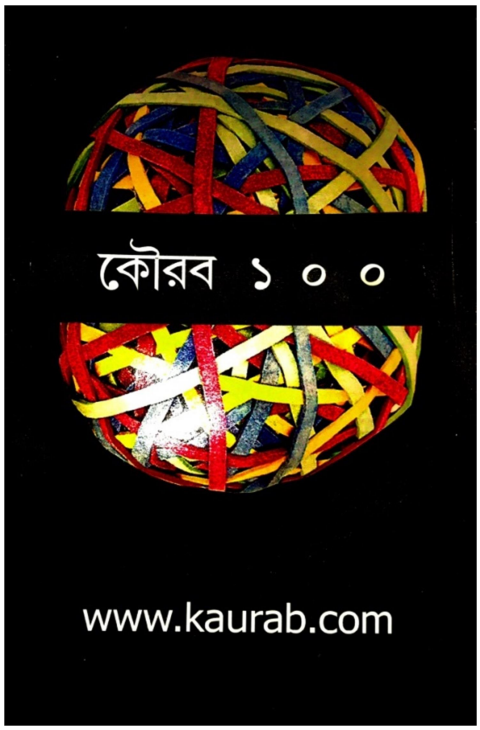

কৌরব ১০০ সংখ্যার (২০০৫) প্রচ্ছদ

১৯৭০ সালে প্রকাশিত প্রথম ‘কৌরব’ সংকলনের খবর। তখনো সম্পূর্ণ পত্রিকা বলা যায়না। সংকলনের চরিত্র ধরা পড়ে।

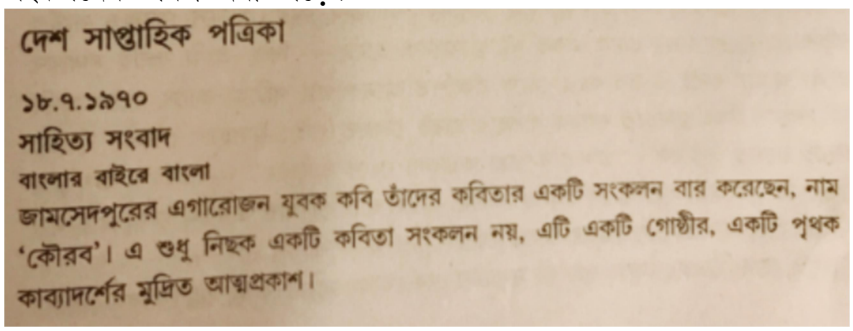

দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকা

১৮.৭.১৯৭০

সাহিত্য সংবাদ

বাংলার বাইরে বাংলা

জামসেদপুরের এগারোজন যুবক কবি তাঁদের কবিতার একটি সংকলন বার করেছেন, নাম ‘কৌরব’। এ শুধু নিছক একটি কবিতা সংকলন নয়, এটি একটি গোষ্ঠীর, একটি পৃথক কাব্যাদর্শের মুদ্রিত আত্মপ্রকাশ।

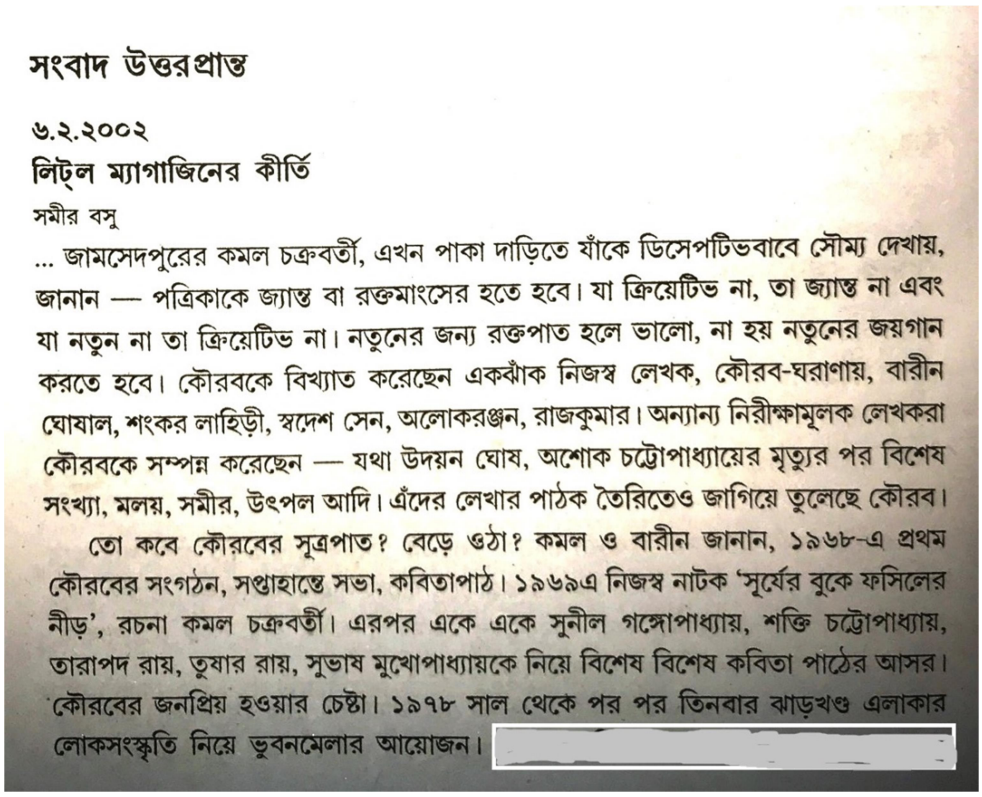

সংবাদ উত্তরপ্রান্ত

৬.২.২০০২

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের কীর্তি

সমীর বসু

... জামসেদপুরের কমল চক্রবর্তী, এখন পাকা দাড়িতে যাঁকে ডিসেপটিভবাবে সৌম্য দেখায়, জানান — পত্রিকাকে জ্যান্ত বা রক্তমাংসের হতে হবে। যা ক্রিয়েটিভ না, তা জ্যান্ত না এবং যা নতুন না তা ক্রিয়েটিভ না। নতুনের জন্য রক্তপাত হলে ভালো, না হয় নতুনের জয়গান করতে হবে। কৌরবকে বিখ্যাত করেছেন একঝাঁক নিজস্ব লেখক, কৌরব-ঘরাণায়, বারীন ঘোষাল, শংকর লাহিড়ী, স্বদেশ সেন, অলোকরঞ্জন, রাজকুমার। অন্যান্য নিরীক্ষামূলক লেখকরা কৌরবকে সম্পন্ন করেছেন — যথা উদয়ন ঘোষ, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর বিশেষ সংখ্যা, মলয়, সমীর, উৎপল আদি। এঁদের লেখার পাঠক তৈরিতেও জাগিয়ে তুলেছে কৌরব।

তো কবে কৌরবের সূত্রপাত? বেড়ে ওঠা? কমল ও বারীন জানান, ১৯৬৮-এ প্রথম কৌরবের সংগঠন, সপ্তাহান্তে সভা, কবিতাপাঠ। ১৯৬৯এ নিজস্ব নাটক ‘সূর্যের বুকে ফসিলের নীড়’, রচনা কমল চক্রবর্তী। এরপর একে একে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, তুষার রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বিশেষ বিশেষ কবিতা পাঠের আসর। কৌরবের জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা। ১৯৭৮ সাল থেকে পর পর তিনবার ঝাড়খণ্ড এলাকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে ভুবনমেলার আয়োজন।

বছর বিশের আগেকার সংবাদ উত্তরপ্রান্ত-য়ের রিভিউ

কবি শিবশম্ভু পালের আলোচনা। কৌরব পত্রিকার কাব্য-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নিয়ে দু একটা গোপন চিমটি লক্ষ্য করা যায়, যা আজও বাংলা বাজারে অব্যাহত।

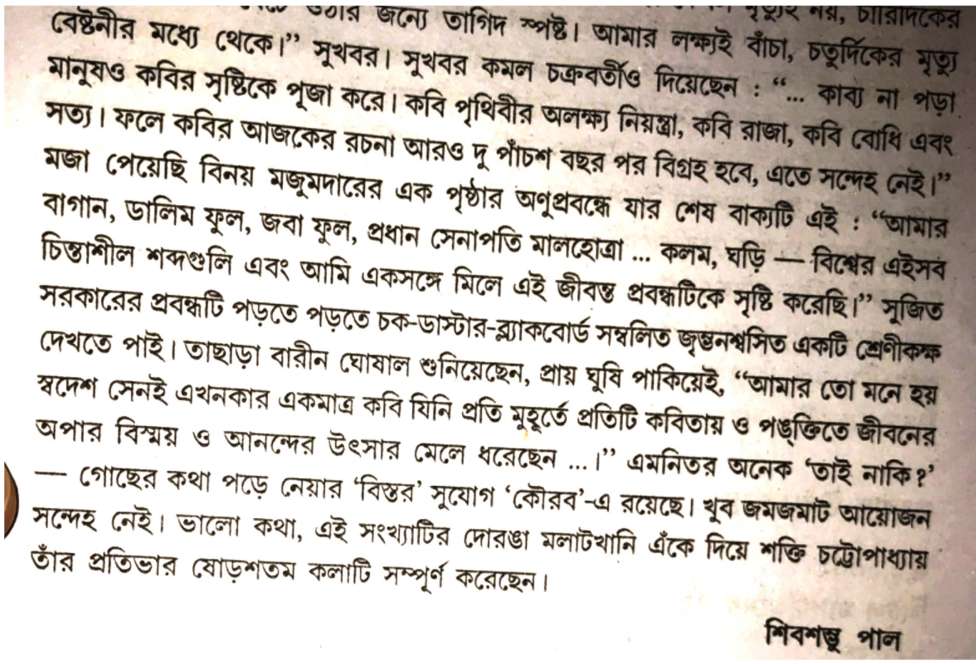

বেষ্টনীর মধ্যে থেকে।" সুখবর। সুখবর কমল চক্রবর্তীও দিয়েছেন : "... কাব্য না পড়া মানুষও কবির সৃষ্টিকে পূজা করে। কবি পৃথিবীর অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রা, কবি রাজা, কবি বোধি এবং সত্য। ফলে কবির আজকের রচনা আরও দু পাঁচশ বছর পর বিগ্রহ হবে, এতে সন্দেহ নেই।" মজা পেয়েছি বিনয় মজুমদারের এক পৃষ্ঠার অণুপ্রবন্ধে যার শেষ বাক্যটি এই : "আমার বাগান, ডালিম ফুল, জবা ফুল, প্রধান সেনাপতি মালহোত্রা ... কলম, ঘড়ি — বিশ্বের এইসব চিন্তাশীল শব্দগুলি এবং আমি একসঙ্গে মিলে এই জীবন্ত প্রবন্ধটিকে সৃষ্টি করেছি।" সুজিত সরকারের প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে চক-ডাস্টার-ব্ল্যাকবোর্ড সম্বলিত জৃম্ভনশ্বসিত একটি শ্রেণীকক্ষ দেখতে পাই। তাছাড়া বারীন ঘোষাল শুনিয়েছেন, প্রায় ঘুষি পাকিয়েই, "আমার তো মনে হয় স্বদেশ সেনই এখনকার একমাত্র কবি যিনি প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কবিতায় ও পঙ্‌ক্তিতে জীবনের অপার বিস্ময় ও আনন্দের উৎসার মেলে ধরেছেন ...।" এমনিতর অনেক 'তাই নাকি?' — গোছের কথা পড়ে নেয়ার 'বিস্তর' সুযোগ 'কৌরব'-এ রয়েছে। খুব জমজমাট আয়োজন সন্দেহ নেই। ভালো কথা, এই সংখ্যাটির দোরঙা মলাটখানি এঁকে দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভার ষোড়শতম কলাটি সম্পূর্ণ করেছেন।

শিবশম্ভু পাল

১৯৬৯ সালে সনাতন পাঠক ছদ্মনামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনা সদ্যোজাত কৌরব গোষ্ঠীকে নিয়ে।

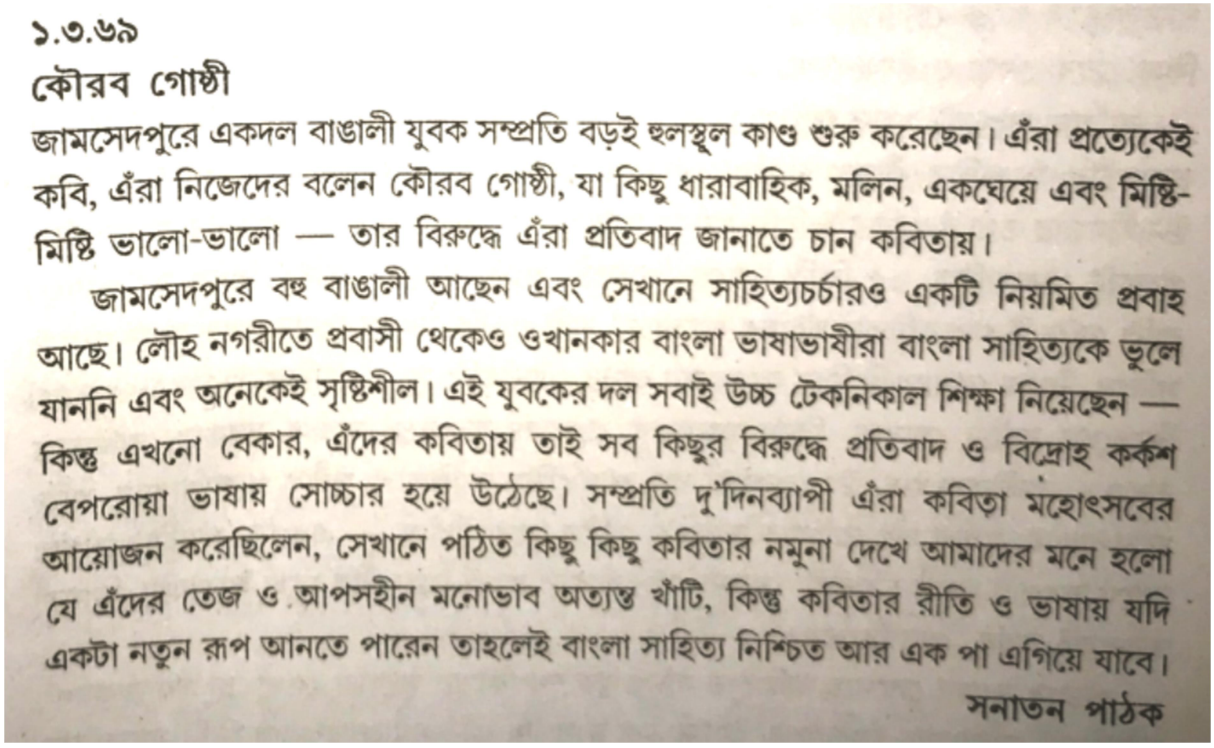

১.৩.৬৯

কৌরব গোষ্ঠী

জামসেদপুরে একদল বাঙালী যুবক সম্প্রতি বড়ই হুলস্থূল কাণ্ড শুরু করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই কবি, এঁরা নিজেদের বলেন কৌরব গোষ্ঠী, যা কিছু ধারাবাহিক, মলিন, একঘেয়ে এবং মিষ্টি-মিষ্টি ভালো-ভালো — তার বিরুদ্ধে এঁরা প্রতিবাদ জানাতে চান কবিতায়।

জামসেদপুরে বহু বাঙালী আছেন এবং সেখানে সাহিত্যচর্চারও একটি নিয়মিত প্রবাহ আছে। লৌহ নগরীতে প্রবাসী থেকেও ওখানকার বাংলা ভাষাভাষীরা বাংলা সাহিত্যকে ভুলে যাননি এবং অনেকেই সৃষ্টিশীল। এই যুবকের দল সবাই উচ্চ টেকনিকাল শিক্ষা নিয়েছেন — কিন্তু এখনো বেকার, এঁদের কবিতায় তাই সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ কর্কশ বেপরোয়া ভাষায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দু'দিনব্যাপী এঁরা কবিতা মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে পঠিত কিছু কিছু কবিতার নমুনা দেখে আমাদের মনে হলো যে এঁদের তেজ ও আপসহীন মনোভাব অত্যন্ত খাঁটি, কিন্তু কবিতার রীতি ও ভাষায় যদি একটা নতুন রূপ আনতে পারেন তাহলেই বাংলা সাহিত্য নিশ্চিত আর এক পা এগিয়ে যাবে।

সনাতন পাঠক

☐ কৌরবে কবিতা প্রকাশের সুযোগ পাওয়া আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। সেই সঙ্গে ভয়ও কাজ করে। কৌরব তাজা তরুণদের পত্রিকা এবং সেখানে রীতিমতো শক্তিমান কবিদের সংখ্যাও অল্প নয়। ভালো কবিতা, অর্থাৎ আমার সাধ্যমত ভালো কবিতা সেখানে না দিতে পারলে লজ্জা এবং দুঃখ পাবার কারণ ঘটবে। ... এ অবস্থায় আমি আরো সাতদিন সময় চাইছি। — আলোক সরকার (কলকাতা-২৬) ২-৬-৮০।

কবি আলোক সরকারের চিঠি।

ঔপন্যাসিক, সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষের কমল চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি।

☐ লেখক হবো না লিখেছ। অথচ হয়েছ। নিশ্চিত। এ ব্যাপারে শহরে-গ্রামে কীই বা তফাৎ? আমিও শহুরে নেই। ... "পাণ্ডব" হয়েও কৌরবের জন্যে যা সম্ভব আর সাধ্য তা তো করেছি। করছি। করবও — এই কড়ারটা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারো। আর কী কী তোমার বাসনা খুলে বলো, বলোই না। — সন্তোষকুমার ঘোষ (কলকাতা) ৩১-৭-১৯৮০।

প্রয়াত সুব্রত চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে কমলকুমার মজুমদারের অপ্রকাশিত উপন্যাস পাওয়া গেছে, এই মর্মে উৎপলকুমার বসুর চিঠি। ১৯৮০ সালের অভিনব কবিতা ক্যাম্প সংখ্যা সম্বন্ধেও লিখছেন উৎপলকুমার।

☐ ... আমি পাতিরাম থেকে গত সংখ্যাটা কিনে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য লেখা : কবিতার ক্যাম্প। তাৎক্ষণিকতা আছে, সাংবাদিকতা আছে। কিন্তু আমি আছি মহা ডামাডোলের মধ্যে। ... একমাত্র ছাপার অক্ষর, কালির দোয়াত, কলমদানিকেই চিনেছি জন্মাবধি। ... ছুৎমার্গী আমি কুড়িজনের বেশি পাঠক চাই না। কমলকুমারের হাজার হাজার লেখা পাতা সুব্রতর বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। স্তম্ভিত করে তাঁর এই খেলার প্রতিভা। এক একটা গদ্য বারবার কপি করা, ১০৯ পাতা থেকে শুরু উপন্যাস, মার্জিনে ছবি, ফ্রেম, সিনেমার মতো, অকল্পনীয় 'নোটস', সংযোজন, বিশ্লেষণ, ভাঁড়ামি, বিরক্তি, ক্রোধ। ... স্ত্রী বলতেন, কি এতো লেখালেখি তোমার? কমলবাবু সান্ত্বনা দিতেন 'একদিন মানুষের উপকারে লাগবে।' 'মানুষ' বলতে ঠিক কি বোঝায় জানি না। খুব বড়ো 'ইনটেলেক্ট' থাকলে হয়তো জানতে পারতুম। — উৎপলকুমার বসু (কলকাতা-১৬) ৬-৮-১৯৮০।

লেখক, সমতট পত্রিকার সম্পাদক, কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের আধিকারিক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমলকে লেখা পরম স্নেহের চিঠি। সে বছর কৌরব সেরা লিটিল ম্যাগাজিন পুরস্কার পায় (বিভাব পুরস্কার)।

☐ তোমার সুন্দর পত্রিকা আগেই পেয়েছি। তোমার অগ্রগতি এখন সোজা লম্ব ধরে হচ্ছে। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। তোমার পূজার সূচীও খুব ভাল। লেখার কথা কি বলবো? তোমার অনেক লেখককে খুব ভাল লাগে। আমার লাগে না। তোমাদের চালাক হবার চেষ্টা আমায় বেশ পীড়া দেয়। তবে আমি ৪৭$^{১}/_{২}$ তুমি ৩০। তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ থাকবেই। তোমরা একদিন চালাক হবার চেষ্টা ছেড়ে গভীর হবার চেষ্টা করবে এই আশা করে আছি। রেখা তোমার পত্রিকায় অশ্লীল শব্দের ব্যবহার দেখে খুব বিচলিত। বলেছে এত খারাপ হয়ে যাবে কৌরব ও ভাবে নি। — সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা) ২৯-৭-৮০।

১৯৮৮তে আয়োজিত কৌরব-৫০ উৎসব ও পত্রিকা সংখ্যা থেকে কিছু রিপোর্ট

২৪শে জানুয়ারী ১৯৮৮, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু উদ্বোধন করলেন ছাতিম চারা লাগিয়ে। বিশ্বভারতীর পাঠভবনের শিশুদের নাচে গানে বিহ্বল হল উৎসব। সকাল পেরিয়ে রাত।

২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৮, স্থানীয় যুবক-যুবতীর গলায় গান, আবৃত্তি, নাটক। কতকাল পরে স্ব-মহিমায় শহর!

২৬শে জানুয়ারী ১৯৮৮, সকাল থেকে কবিতা, কথা, গল্প, সন্ধ্যায় গান পরিবেশন, যাঁরা সময়ে শ্রেষ্ঠ যাঁরা শতাব্দীর শাসক।

সঙ্গে ছোট মেলা।

কেউ বলেন ভুবন মেলা, কেউ বলেন উৎসব-৮৮, কেউ বলেন কৌরব-মেলা, সে যে নামেই ডাকুন, একটা পত্রিকা ঘিরে একটা শহর, শহর ছাড়িয়ে মহানগর,

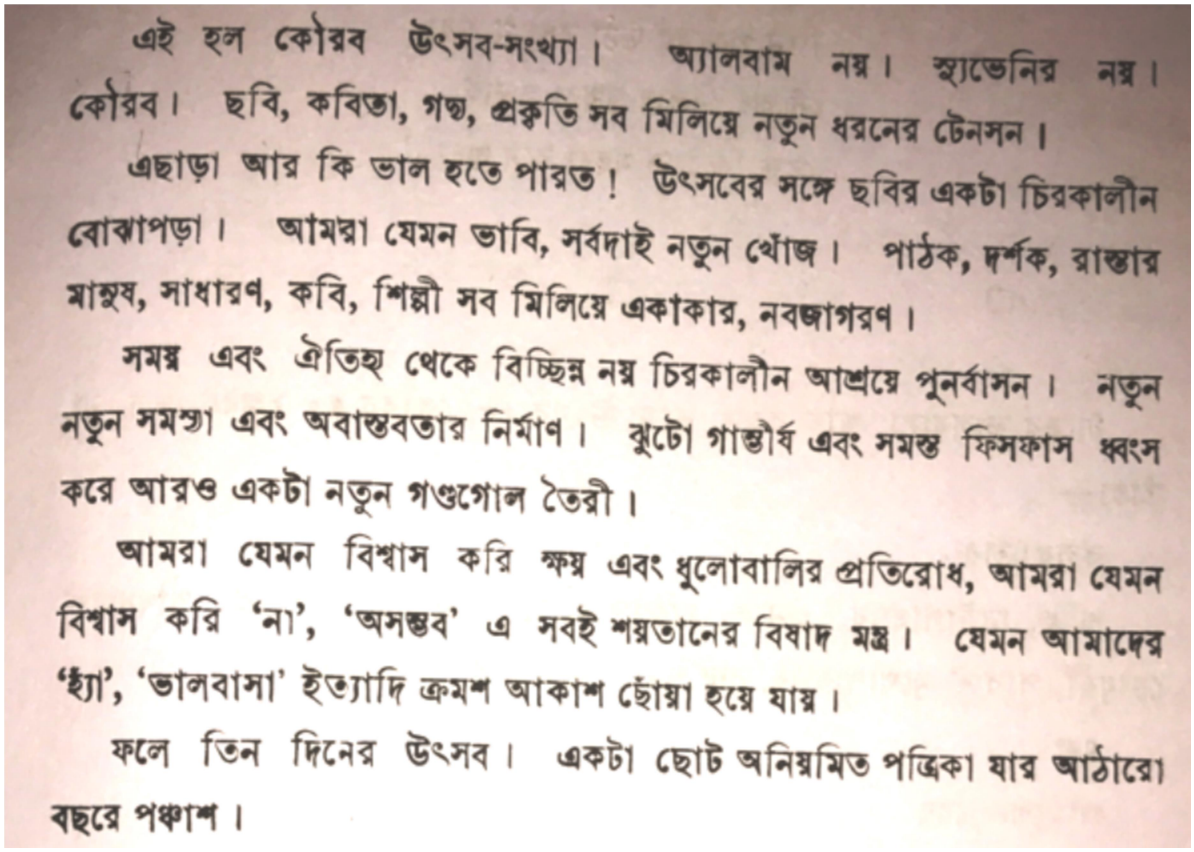

এই হল কৌরব উৎসব-সংখ্যা। অ্যালবাম নয়। স্যুভেনির নয়। কৌরব। ছবি, কবিতা, গল্প, প্রকৃতি সব মিলিয়ে নতুন ধরনের টেনসন।

এছাড়া আর কি ভাল হতে পারত! উৎসবের সঙ্গে ছবির একটা চিরকালীন বোঝাপড়া। আমরা যেমন ভাবি, সর্বদাই নতুন খোঁজ। পাঠক, দর্শক, রাস্তার মানুষ, সাধারণ, কবি, শিল্পী সব মিলিয়ে একাকার, নবজাগরণ।

সময় এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় চিরকালীন আশ্রয়ে পুনর্বাসন। নতুন নতুন সমস্যা এবং অবাস্তবতার নির্মাণ। ঝুটো গাম্ভীর্য এবং সমস্ত ফিসফাস ধ্বংস করে আরও একটা নতুন গণ্ডগোল তৈরী।

আমরা যেমন বিশ্বাস করি ক্ষয় এবং ধুলোবালির প্রতিরোধ, আমরা যেমন বিশ্বাস করি 'না', 'অসম্ভব' এ সবই শয়তানের বিষাদ মন্ত্র। যেমন আমাদের 'হ্যাঁ', 'ভালবাসা' ইত্যাদি ক্রমশ আকাশ ছোঁয়া হয়ে যায়।

ফলে তিন দিনের উৎসব। একটা ছোট অনিয়মিত পত্রিকা যার আঠারো বছরে পঞ্চাশ।

উদয়ন ঘোষ ওঁর জীবনের অন্যতম সেরা লেখা (মূলত উপন্যাস) কৌরবে দিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিয়ে কৌরবের শেষ ১২৫তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে।

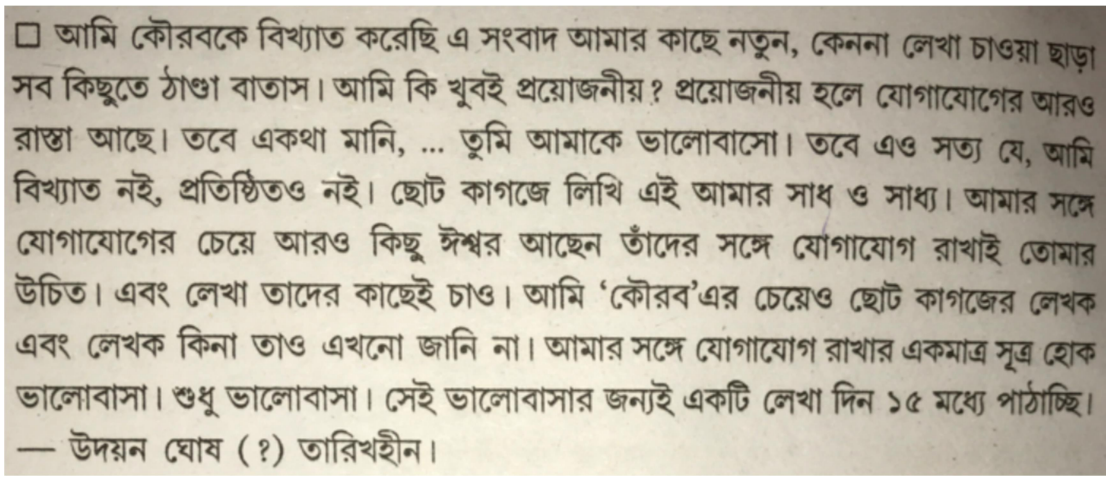

□ আমি কৌরবকে বিখ্যাত করেছি এ সংবাদ আমার কাছে নতুন, কেননা লেখা চাওয়া ছাড়া সব কিছুতে ঠাণ্ডা বাতাস। আমি কি খুবই প্রয়োজনীয়? প্রয়োজনীয় হলে যোগাযোগের আরও রাস্তা আছে। তবে একথা মানি, ... তুমি আমাকে ভালোবাসো। তবে এও সত্য যে, আমি বিখ্যাত নই, প্রতিষ্ঠিতও নই। ছোট কাগজে লিখি এই আমার সাধ ও সাধ্য। আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেয়ে আরও কিছু ঈশ্বর আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই তোমার উচিত। এবং লেখা তাদের কাছেই চাও। আমি 'কৌরব'এর চেয়েও ছোট কাগজের লেখক এবং লেখক কিনা তাও এখনো জানি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একমাত্র সূত্র হোক ভালোবাসা। শুধু ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার জন্যই একটি লেখা দিন ১৫ মধ্যে পাঠাচ্ছি।
— উদয়ন ঘোষ (?) তারিখহীন।

১৯৬০য়ের দশকের গুরুত্বপূর্ণ এক কবি ও ঈগল পত্রিকার সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি।

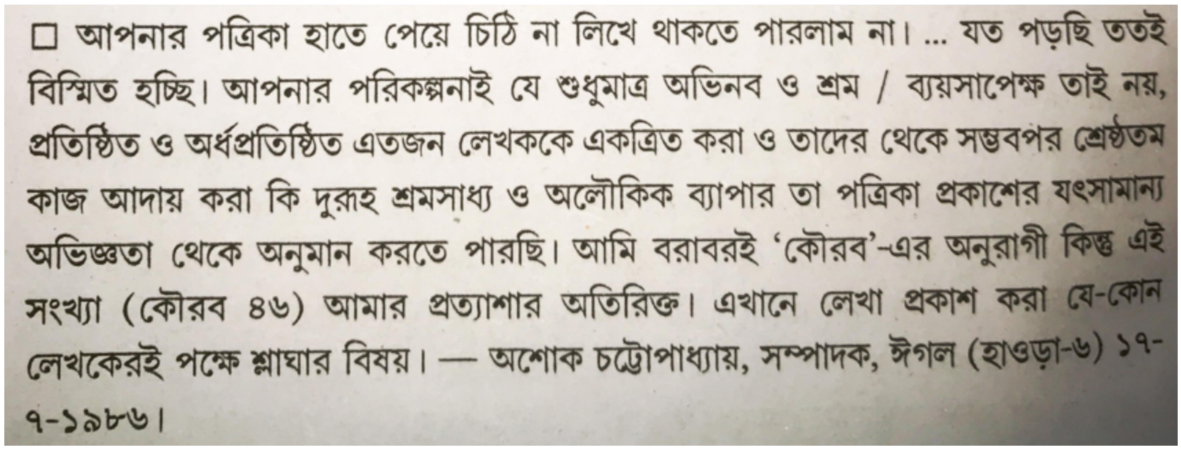

□ আপনার পত্রিকা হাতে পেয়ে চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না। ... যত পড়ছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। আপনার পরিকল্পনাই যে শুধুমাত্র অভিনব ও শ্রম / ব্যয়সাপেক্ষ তাই নয়, প্রতিষ্ঠিত ও অর্ধপ্রতিষ্ঠিত এতজন লেখককে একত্রিত করা ও তাদের থেকে সম্ভবপর শ্রেষ্ঠতম কাজ আদায় করা কি দুরূহ শ্রমসাধ্য ও অলৌকিক ব্যাপার তা পত্রিকা প্রকাশের যৎসামান্য অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করতে পারছি। আমি বরাবরই 'কৌরব'-এর অনুরাগী কিন্তু এই সংখ্যা (কৌরব ৪৬) আমার প্রত্যাশার অতিরিক্ত। এখানে লেখা প্রকাশ করা যে-কোন লেখকেরই পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। — অশোক চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, ঈগল (হাওড়া-৬) ১৭-৭-১৯৮৬।

সেই একই বছরে কৌরব পত্রিকার ৪৬ তম সংখ্যা পেয়ে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখলেন -

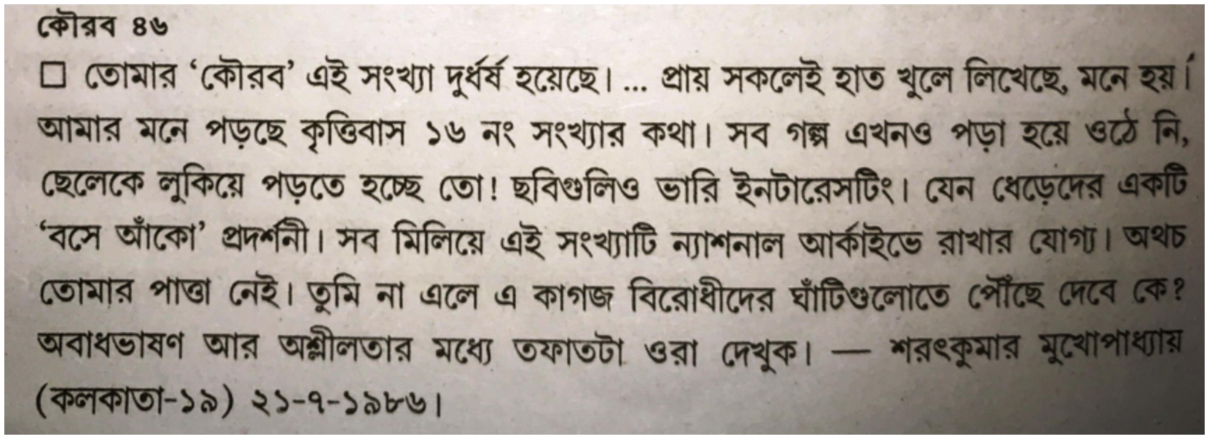

কৌরব ৪৬

□ তোমার 'কৌরব' এই সংখ্যা দুর্ধর্ষ হয়েছে। ... প্রায় সকলেই হাত খুলে লিখেছে, মনে হয়। আমার মনে পড়ছে কৃত্তিবাস ১৬ নং সংখ্যার কথা। সব গল্প এখনও পড়া হয়ে ওঠে নি, ছেলেকে লুকিয়ে পড়তে হচ্ছে তো! ছবিগুলিও ভারি ইনটারেসটিং। যেন ধেড়েদের একটি 'বসে আঁকো' প্রদর্শনী। সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটি ন্যাশনাল আর্কাইভে রাখার যোগ্য। অথচ তোমার পাত্তা নেই। তুমি না এলে এ কাগজ বিরোধীদের ঘাঁটিগুলোতে পৌঁছে দেবে কে? অবাধভাষণ আর অশ্লীলতার মধ্যে তফাতটা ওরা দেখুক। — শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা-১৯) ২১-৭-১৯৮৬।

কৌরব পত্রিকায় কেউ কেউ সহযোগী সম্পাদনার করেছেন। বিশেষ করে ৮০র দশকে সিদ্ধার্থ বসু, প্রদীপ পাল। প্রদীপ পালের চিঠি কমল চক্রবর্তীকে, ১৯৮৫ সালে লেখা।

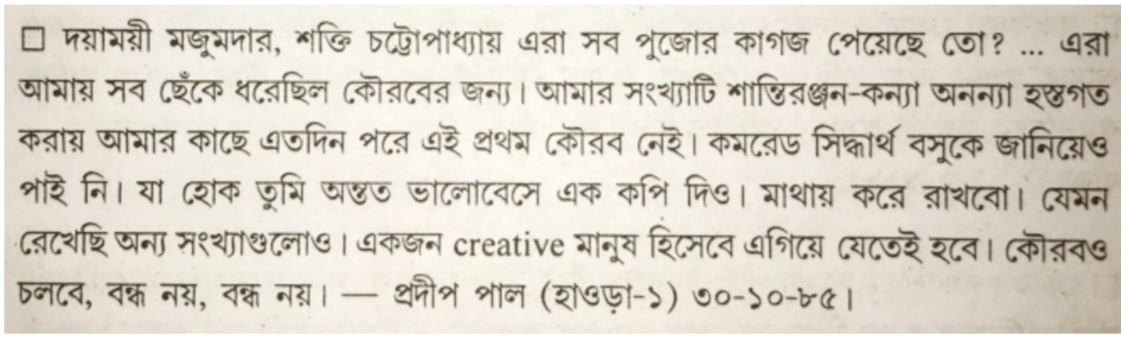

□ দয়াময়ী মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এরা সব পুজোর কাগজ পেয়েছে তো? ... এরা আমায় সব ছেঁকে ধরেছিল কৌরবের জন্য। আমার সংখ্যাটি শান্তিরঞ্জন-কন্যা অনন্যা হস্তগত করায় আমার কাছে এতদিন পরে এই প্রথম কৌরব নেই। কমরেড সিদ্ধার্থ বসুকে জানিয়েও পাই নি। যা হোক তুমি অন্তত ভালোবেসে এক কপি দিও। মাথায় করে রাখবো। যেমন রেখেছি অন্য সংখ্যাগুলোও। একজন creative মানুষ হিসেবে এগিয়ে যেতেই হবে। কৌরবও চলবে, বন্ধ নয়, বন্ধ নয়। — প্রদীপ পাল (হাওড়া-১) ৩০-১০-৮৫।

ষাটের আর এক কিংবদন্তী কবি শামসের আনোয়ার লিখছেন –

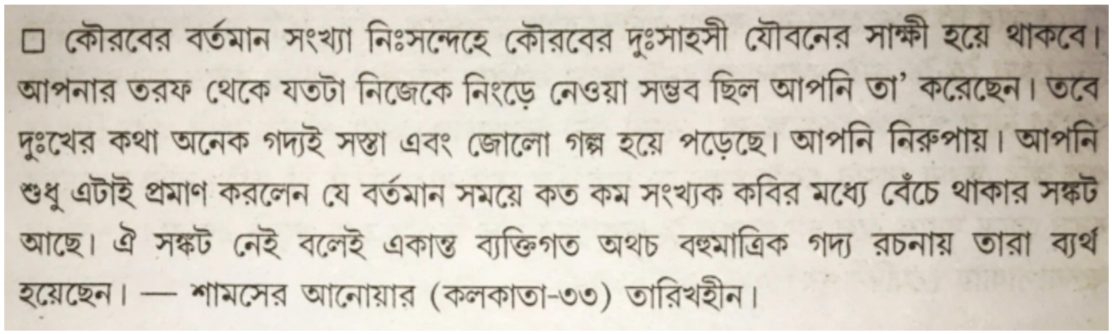

□ কৌরবের বর্তমান সংখ্যা নিঃসন্দেহে কৌরবের দুঃসাহসী যৌবনের সাক্ষী হয়ে থাকবে। আপনার তরফ থেকে যতটা নিজেকে নিংড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল আপনি তা' করেছেন। তবে দুঃখের কথা অনেক গদ্যই সস্তা এবং জোলো গল্প হয়ে পড়েছে। আপনি নিরুপায়। আপনি শুধু এটাই প্রমাণ করলেন যে বর্তমান সময়ে কত কম সংখ্যক কবির মধ্যে বেঁচে থাকার সঙ্কট আছে। ঐ সঙ্কট নেই বলেই একান্ত ব্যক্তিগত অথচ বহুমাত্রিক গদ্য রচনায় তারা ব্যর্থ হয়েছেন। — শামসের আনোয়ার (কলকাতা-৩৩) তারিখহীন।

আটত্রিশ বছর আগে দিল্লী থেকে কমলকে লেখা যোগেন চৌধুরীর চিঠি -

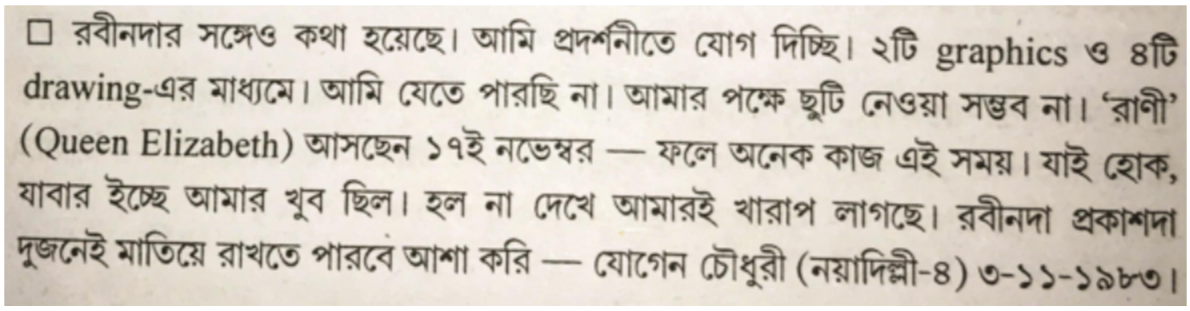

□ রবীনদার সঙ্গেও কথা হয়েছে। আমি প্রদর্শনীতে যোগ দিচ্ছি। ২টি graphics ও ৪টি drawing-এর মাধ্যমে। আমি যেতে পারছি না। আমার পক্ষে ছুটি নেওয়া সম্ভব না। 'রাণী' (Queen Elizabeth) আসছেন ১৭ই নভেম্বর — ফলে অনেক কাজ এই সময়। যাই হোক, যাবার ইচ্ছে আমার খুব ছিল। হল না দেখে আমারই খারাপ লাগছে। রবীনদা প্রকাশদা দুজনেই মাতিয়ে রাখতে পারবে আশা করি — যোগেন চৌধুরী (নয়াদিল্লী-৪) ৩-১১-১৯৮৩।

পূর্ণেন্দু পত্রী কৌরবে লিখেছেন একাধিকবার, ছবিও এঁকেছেন একবার।

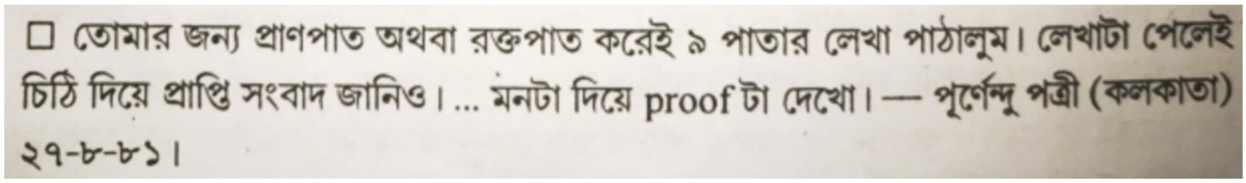

□ তোমার জন্য প্রাণপাত অথবা রক্তপাত করেই ৯ পাতার লেখা পাঠালুম। লেখাটা পেলেই চিঠি দিয়ে প্রাপ্তি সংবাদ জানিও। ... মনটা দিয়ে proof টা দেখো। — পূর্ণেন্দু পত্রী (কলকাতা) ২৭-৮-৮১।

কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর একটি চিঠির অংশ –

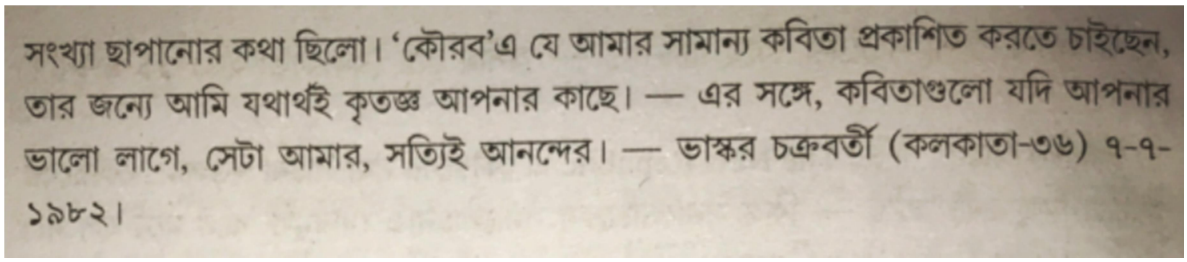

সংখ্যা ছাপানোর কথা ছিলো। 'কৌরব'এ যে আমার সামান্য কবিতা প্রকাশিত করতে চাইছেন, তার জন্যে আমি যথার্থই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। — এর সঙ্গে, কবিতাগুলো যদি আপনার ভালো লাগে, সেটা আমার, সত্যিই আনন্দের। — ভাস্কর চক্রবর্তী (কলকাতা-৩৬) ৭-৭-১৯৮২।

□ প্রথমেই বলি আপনাদের পত্রিকাটি নজর কাড়বার মত — ছাপা, বাঁধাই, মলাটের সৌষ্ঠব দেখে খুবই তারিফ করেছি। ভেতরে লেখার মান-এ বেশ ফারাক আছে — তবে যেহেতু আমার সম্পাদনার অভিজ্ঞতা আছে, জানি মনের মতো লেখা পাওয়া খুব শক্ত। ইচ্ছে আছে 'জিজ্ঞাসা'র যে সংখ্যাটি অক্টোবরের গোড়ায় বেরোবে তাতে কৌরব সম্পর্কে সংক্ষেপে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করবো। পরে অবসর মত হয়ত একটু বিশদ আলোচনা করা যাবে। — শিবনারায়ণ রায় (কলকাতা-৬) ১৪-৯-৮২।

□ এখানে নভেম্বরের শেষদিকে বাংলাদেশের কিছু কবি সাহিত্যিক এবং পশ্চিমবাংলার কিছু লেখককে একটি সাহিত্যমেলায় একত্র করবার চেষ্টা হচ্ছে। ... আলোচনার একটি বিষয় রাখতে বলেছি বাংলা ভাষায় 'লিটল ম্যাগাজিন' — এবং এদের বলেছি 'কৌরব'কে এই সাহিত্যমেলায় নিমন্ত্রণ করতে। আশা করছি এরা আপনাকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠাবেন। ... সবচাইতে ভাল হয় যদি সমকালীন বাংলায় লিটল ম্যাগাজিনের অবস্থা, সমস্যা এবং সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে এই উপলক্ষ্যে আপনি একটি ছোট প্রবন্ধ লিখতে পারেন। — শিবনারায়ণ রায় (কলকাতা-৬) ১৪-৯-১৯৮২।

মননশীল লেখক, চিন্তক ও 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার সম্পাদক শিবনারায়ণ রায় লিখছেন চার দশক পূর্বে।

কৌরব ৩৬

□ কিছু কিছু কবিতা উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, ... ভালো লেগেছে বারীন ঘোষালের প্রবন্ধ[১২]এবং জগন্নাথ ঘোষ[১৩] ও আপনার গদ্য[১৪]। আপনার গদ্যে আপনি গড়ে তুলতে চাইছেন ছড়ানো দুহাতে আঁটে না এমন একটা বড়ো ক্যানভাস এবং মাপসই — মনন ও মেধার এ্যাড্‌মিক্‌সচার। — অভী সেনগুপ্ত (কলকাতা-৬৮) ২১-৬-১৯৮৩।

সম্প্রতি চলে গেলেন কমল, বারীনের দীর্ঘদিনের বন্ধু কবি অভী সেনগুপ্ত।

কৌরব ৪১

□ হয়ত খবর পেয়েছ রবীন্দ্রমেলা উপলক্ষ্যে আমি ১৬ই এবং ১৭ই জুলাই (শনি-রবিবার) জামশেদপুরে কাটাব। ... তোমার সঙ্গে এবং কৌরবের অন্য লেখকদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পারলে খুশী হই। ... তুমি দেখা করে জেনে নিয়ে ব্যবস্থা কোরো। — শিবনারায়ণ রায় (কলকাতা-৬৪) ২-৭-১৯৮৩।

সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, অবহেলিত, বিস্মৃত অসীম রায় সাঙ্ঘাতিক প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। ওঁর উপন্যাস ‘রক্তের হাওয়া’ অতি আলোচিত প্রণম্য এক রচনা। সমসাময়িক প্রায় সমস্ত সাহিত্যিক অসীম রায়কে সমীহ করতেন। ৮৩ সালের চিঠি।

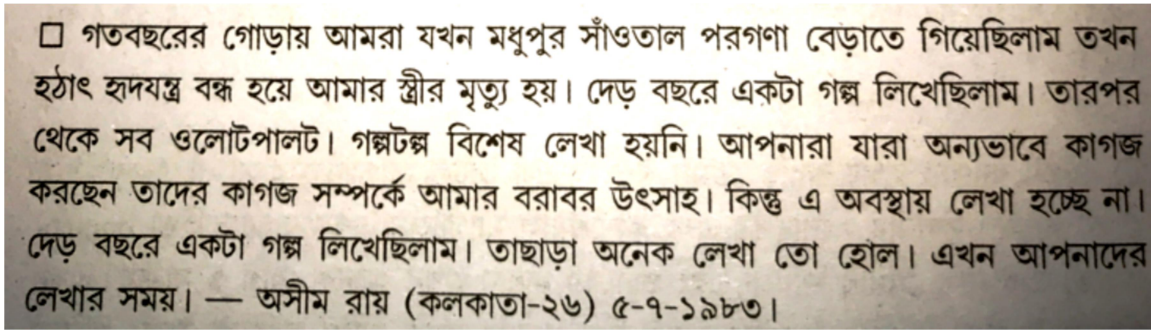

□ গতবছরের গোড়ায় আমরা যখন মধুপুর সাঁওতাল পরগণা বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন হঠাৎ হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দেড় বছরে একটা গল্প লিখেছিলাম। তারপর থেকে সব ওলোটপালট। গল্পটল্প বিশেষ লেখা হয়নি। আপনারা যারা অন্যভাবে কাগজ করছেন তাদের কাগজ সম্পর্কে আমার বরাবর উৎসাহ। কিন্তু এ অবস্থায় লেখা হচ্ছে না। দেড় বছরে একটা গল্প লিখেছিলাম। তাছাড়া অনেক লেখা তো হোল। এখন আপনাদের লেখার সময়। — অসীম রায় (কলকাতা-২৬) ৫-৭-১৯৮৩।

চিত্রকর রবীন মন্ডল, যিনি কৌরবের মলাট এঁকেছেন এক সময়।

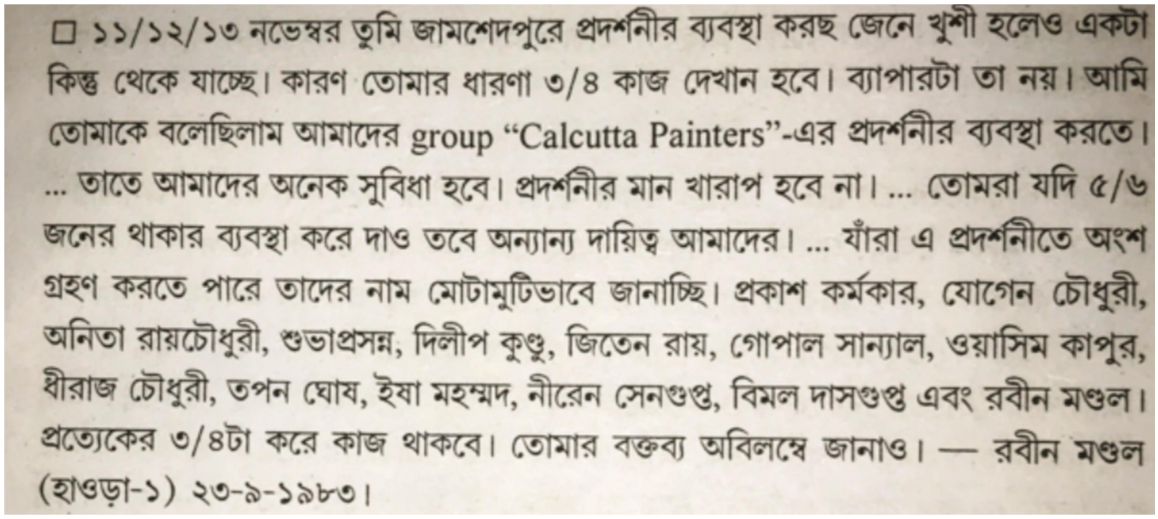

□ ১১/১২/১৩ নভেম্বর তুমি জামশেদপুরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছ জেনে খুশী হলেও একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। কারণ তোমার ধারণা ৩/৪ কাজ দেখান হবে। ব্যাপারটা তা নয়। আমি তোমাকে বলেছিলাম আমাদের group “Calcutta Painters”-এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে। ... তাতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। প্রদর্শনীর মান খারাপ হবে না। ... তোমরা যদি ৫/৬ জনের থাকার ব্যবস্থা করে দাও তবে অন্যান্য দায়িত্ব আমাদের। ... যাঁরা এ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তাদের নাম মোটামুটিভাবে জানাচ্ছি। প্রকাশ কর্মকার, যোগেন চৌধুরী, অনিতা রায়চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, দিলীপ কুণ্ডু, জিতেন রায়, গোপাল সান্যাল, ওয়াসিম কাপুর, ধীরাজ চৌধুরী, তপন ঘোষ, ইষা মহম্মদ, নীরেন সেনগুপ্ত, বিমল দাসগুপ্ত এবং রবীন মণ্ডল। প্রত্যেকের ৩/৪টা করে কাজ থাকবে। তোমার বক্তব্য অবিলম্বে জানাও। — রবীন মণ্ডল (হাওড়া-১) ২৩-৯-১৯৮৩।

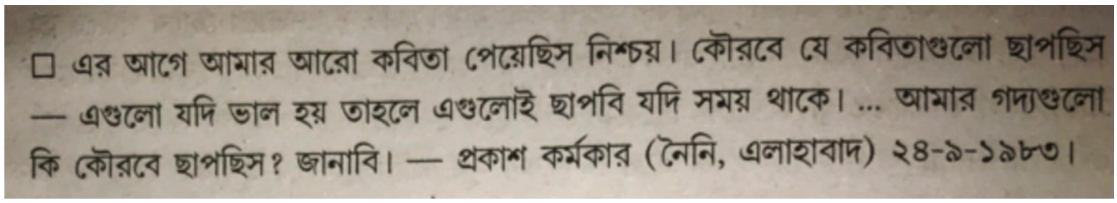

□ এর আগে আমার আরো কবিতা পেয়েছিস নিশ্চয়। কৌরবে যে কবিতাগুলো ছাপছিস — এগুলো যদি ভাল হয় তাহলে এগুলোই ছাপবি যদি সময় থাকে। ... আমার গদ্যগুলো কি কৌরবে ছাপছিস? জানাবি। — প্রকাশ কর্মকার (নৈনি, এলাহাবাদ) ২৪-৯-১৯৮৩।

কৌরবের এক প্রিয় শিল্পী ও বন্ধু বিখ্যাত প্রকাশ কর্মকার। উত্তম-সুপ্রিয়ার বিখ্যাত ছবি ‘বিলম্বিত লয়’ যেখানে উত্তমকুমারের চরিত্র ছিল এক চিত্রশিল্পীর। প্রকাশ কর্মকারের অঙ্কনশিল্প সেখানে ব্যবহার করা হয়।

১৯৪০ দশকের কবি, ‘মোহিনী আড়াল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত মণীন্দ্র রায়-এর চিঠি। ওঁর ছেলে অনন্য রায়ও কৌরবে লিখেছেন।

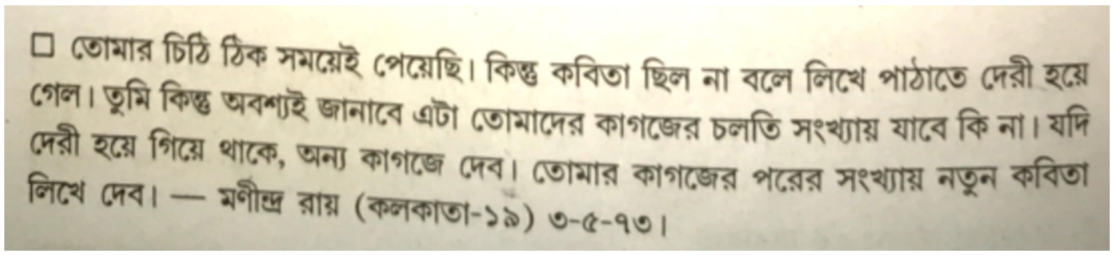

□ তোমার চিঠি ঠিক সময়েই পেয়েছি। কিন্তু কবিতা ছিল না বলে লিখে পাঠাতে দেরী হয়ে গেল। তুমি কিন্তু অবশ্যই জানাবে এটা তোমাদের কাগজের চলতি সংখ্যায় যাবে কি না। যদি দেরী হয়ে গিয়ে থাকে, অন্য কাগজে দেব। তোমার কাগজের পরের সংখ্যায় নতুন কবিতা লিখে দেব। — মণীন্দ্র রায় (কলকাতা-১৯) ৩-৫-৭৩।

কৌরব পত্রিকার রিভিউ বাংলা স্টেটসম্যান-য়ে, ২০০২

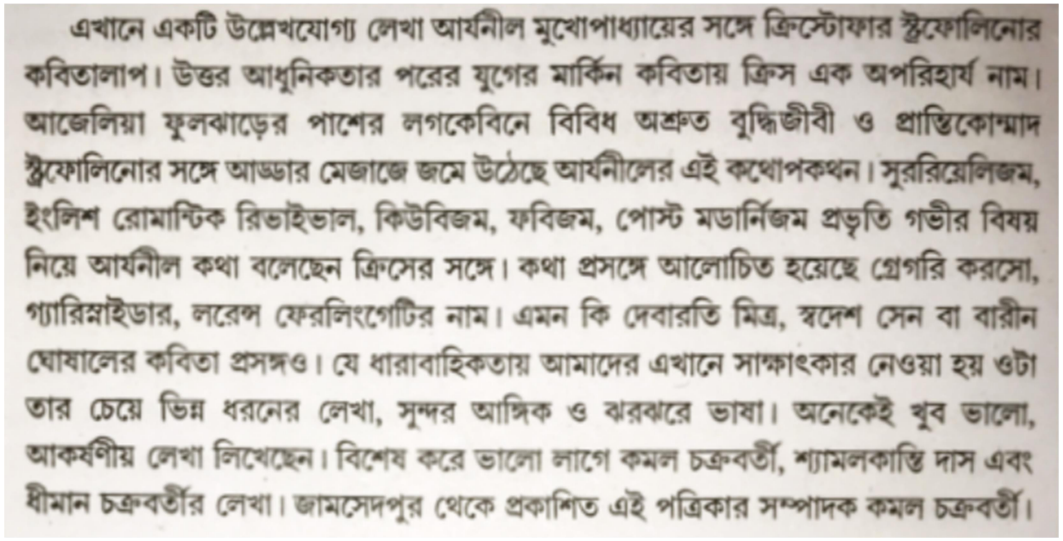

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য লেখা আর্যনীল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্রিস্টোফার স্ট্রফোলিনোর কবিতালাপ। উত্তর আধুনিকতার পরের যুগের মার্কিন কবিতায় ক্রিস এক অপরিহার্য নাম। আজেলিয়া ফুলঝাড়ের পাশের লগকেবিনে বিবিধ অশ্রুত বুদ্ধিজীবী ও প্রান্তিকোন্মাদ স্ট্রফোলিনোর সঙ্গে আড্ডার মেজাজে জমে উঠেছে আর্যনীলের এই কথোপকথন। সুররিয়েলিজম, ইংলিশ রোমান্টিক রিভাইভাল, কিউবিজম, ফবিজম, পোস্ট মডার্নিজম প্রভৃতি গভীর বিষয় নিয়ে আর্যনীল কথা বলেছেন ক্রিসের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে গ্রেগরি করসো, গ্যারিস্নাইডার, লরেন্স ফেরলিংগেটির নাম। এমন কি দেবারতি মিত্র, স্বদেশ সেন বা বারীন ঘোষালের কবিতা প্রসঙ্গও। যে ধারাবাহিকতায় আমাদের এখানে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ওটা তার চেয়ে ভিন্ন ধরনের লেখা, সুন্দর আঙ্গিক ও ঝরঝরে ভাষা। অনেকেই খুব ভালো, আকর্ষণীয় লেখা লিখেছেন। বিশেষ করে ভালো লাগে কমল চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি দাস এবং ধীমান চক্রবর্তীর লেখা। জামসেদপুর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক কমল চক্রবর্তী।

১৯৫০ দশকের বাংলা কবিতার এক অপরিত্যজ্য নাম বামপন্থী কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত।

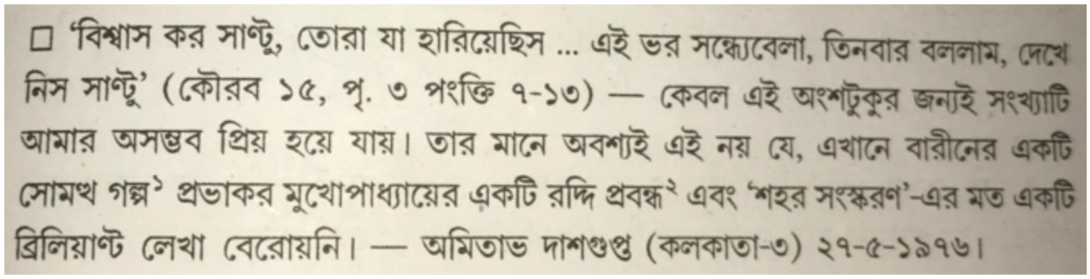

□ ‘বিশ্বাস কর সাণ্টু, তোরা যা হারিয়েছিস ... এই ভর সন্ধ্যেবেলা, তিনবার বললাম, দেখে নিস সাণ্টু’ (কৌরব ১৫, পৃ. ৩ পংক্তি ৭-১৩) — কেবল এই অংশটুকুর জন্যই সংখ্যাটি আমার অসম্ভব প্রিয় হয়ে যায়। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, এখানে বারীনের একটি সোমথ গল্প[১] প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের একটি রদ্দি প্রবন্ধ[২] এবং ‘শহর সংস্করণ’-এর মত একটি ব্রিলিয়াণ্ট লেখা বেরোয়নি। — অমিতাভ দাশগুপ্ত (কলকাতা-৩) ২৭-৫-১৯৭৬।

কৌরব পত্রিকায় লিখেছিলেন সুব্রত চক্রবর্তীও। ছিলো নিয়মিত যোগাযোগ।

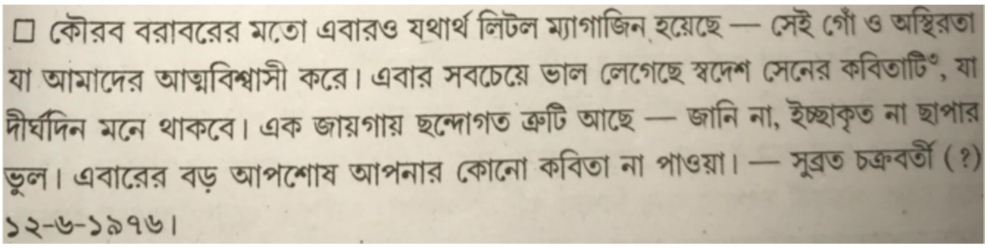

☐ কৌরব বরাবরের মতো এবারও যথার্থ লিটল ম্যাগাজিন হয়েছে — সেই গোঁ ও অস্থিরতা যা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে। এবার সবচেয়ে ভাল লেগেছে স্বদেশ সেনের কবিতাটি[৩], যা দীর্ঘদিন মনে থাকবে। এক জায়গায় ছন্দোগত ত্রুটি আছে — জানি না, ইচ্ছাকৃত না ছাপার ভুল। এবারের বড় আপশোষ আপনার কোনো কবিতা না পাওয়া। — সুব্রত চক্রবর্তী (?) ১২-৬-১৯৭৬।

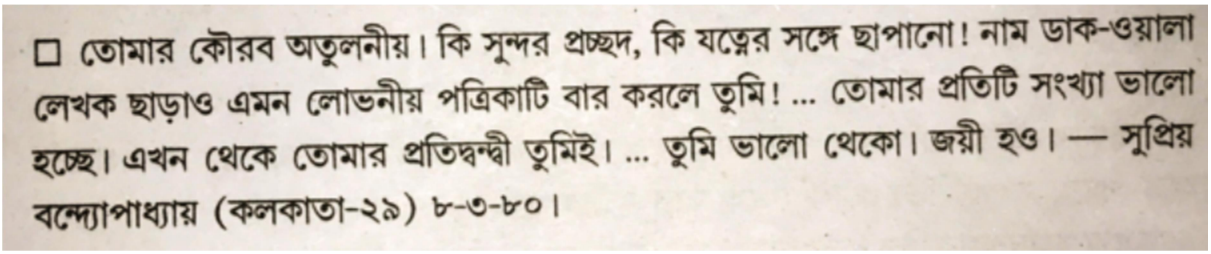

☐ তোমার কৌরব অতুলনীয়। কি সুন্দর প্রচ্ছদ, কি যত্নের সঙ্গে ছাপানো! নাম ডাক-ওয়ালা লেখক ছাড়াও এমন লোভনীয় পত্রিকাটি বার করলে তুমি! ... তোমার প্রতিটি সংখ্যা ভালো হচ্ছে। এখন থেকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তুমিই। ... তুমি ভালো থেকো। জয়ী হও। — সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা-২৯) ৮-৩-৮০।

কমল-বারীনের বন্ধু ও ১৯৭০ দশকের আর এক নামী কবি রণজিৎ দাশের চিঠি –

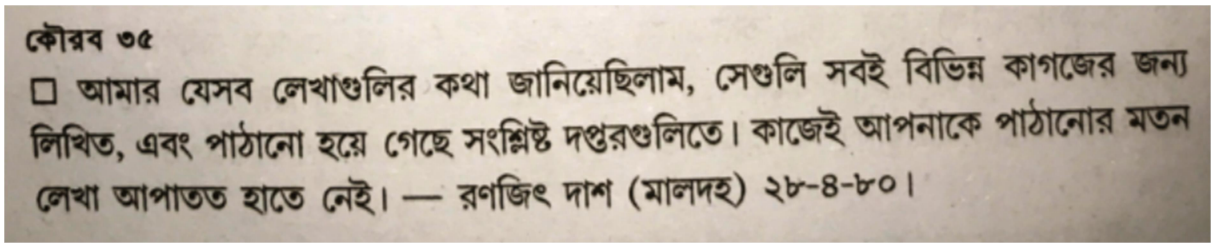

কৌরব ৩৫

☐ আমার যেসব লেখাগুলির কথা জানিয়েছিলাম, সেগুলি সবই বিভিন্ন কাগজের জন্য লিখিত, এবং পাঠানো হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে। কাজেই আপনাকে পাঠানোর মতন লেখা আপাতত হাতে নেই। — রণজিৎ দাশ (মালদহ) ২৮-৪-৮০।

শঙ্খ ঘোষের ‘জার্নাল’ ধারাবাহিকভাবে বেরতো কৌরব-য়ে।

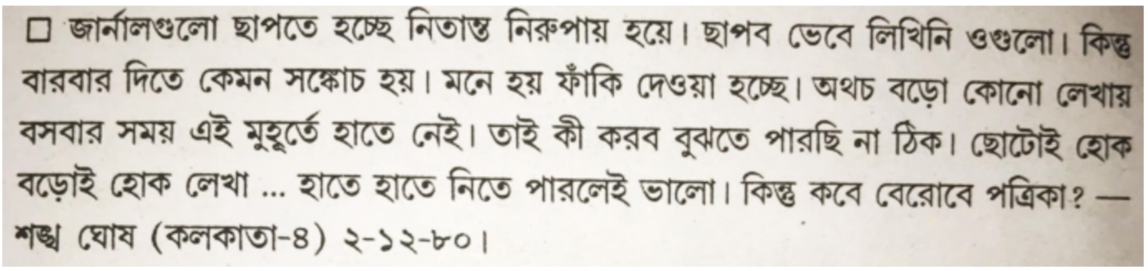

☐ জার্নালগুলো ছাপতে হচ্ছে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। ছাপব ভেবে লিখিনি ওগুলো। কিন্তু বারবার দিতে কেমন সঙ্কোচ হয়। মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। অথচ বড়ো কোনো লেখায় বসবার সময় এই মুহূর্তে হাতে নেই। তাই কী করব বুঝতে পারছি না ঠিক। ছোটোই হোক বড়োই হোক লেখা ... হাতে হাতে নিতে পারলেই ভালো। কিন্তু কবে বেরোবে পত্রিকা? — শঙ্খ ঘোষ (কলকাতা-৪) ২-১২-৮০।

বিনয় মজুমদার কৌরব পত্রিকায় কবিতা, গল্প, গদ্য লিখেছেন, মলাট করেছেন। কৌরব ছিলো তার প্রিয় পত্রিকা। এখানে সে কথাই -

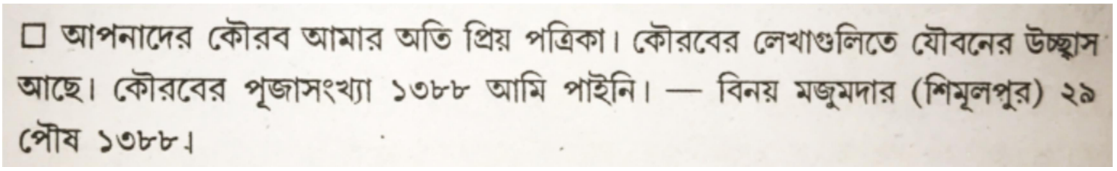

☐ আপনাদের কৌরব আমার অতি প্রিয় পত্রিকা। কৌরবের লেখাগুলিতে যৌবনের উচ্ছ্বাস আছে। কৌরবের পূজাসংখ্যা ১৩৮৮ আমি পাইনি। — বিনয় মজুমদার (শিমূলপুর) ২৯ পৌষ ১৩৮৮।

আজকের ব্যাতিক্রমী তরুণদের নজরেও যিনি চিরজীবিত, সেই সুবিমল মিশ্রর চিঠি

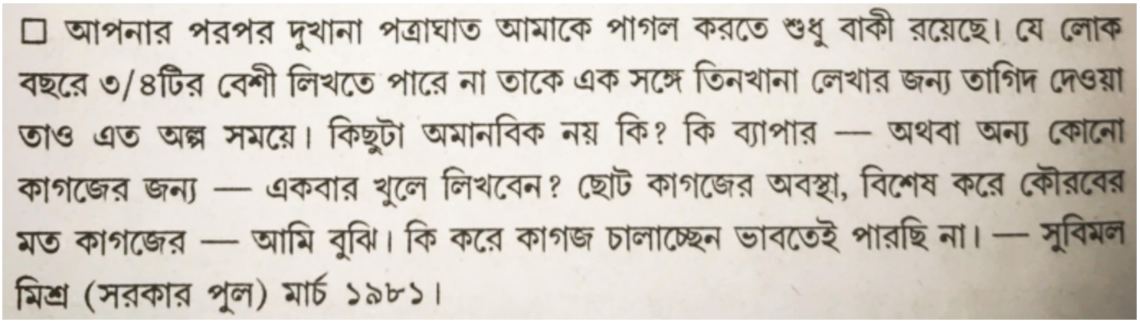

☐ আপনার পরপর দুখানা পত্রাঘাত আমাকে পাগল করতে শুধু বাকী রয়েছে। যে লোক বছরে ৩/৪টির বেশী লিখতে পারে না তাকে এক সঙ্গে তিনখানা লেখার জন্য তাগিদ দেওয়া তাও এত অল্প সময়ে। কিছুটা অমানবিক নয় কি? কি ব্যাপার — অথবা অন্য কোনো কাগজের জন্য — একবার খুলে লিখবেন? ছোট কাগজের অবস্থা, বিশেষ করে কৌরবের মত কাগজের — আমি বুঝি। কি করে কাগজ চালাচ্ছেন ভাবতেই পারছি না। — সুবিমল মিশ্র (সরকার পুল) মার্চ ১৯৮১।

ডিসেম্বর ৩১, ২০২১
আর্যনীল